কয়েকটি ছোট সমস্যার সমাধান

উইন্ডোজ এবং ওয়ার্ড ফর উইন্ডোজ

হাসান নাসের

১. উইন্ডোজ ৩.১ চলাকালীন অনেক সময়ই আমরা প্রোগ্রাম ম্যানেজার থেকে ডস সেশন শুরু করি। উইন্ডোজ থেকে ডস প্রম্পটে ক্লিক করলে ডস সেশন চলতে শুরু করার আগে "Type Exit to return to windows" সহ আরো কিছু মেসেজ স্ক্রীনে দেখায় যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা উইন্ডোজ থেকে ডস প্রম্পটে এসেছি। কিন্তু এরকমভাবে ডস প্রম্পটে কিছুক্ষণ কাজ করার পর এটা ভুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক যে উইন্ডোজ তখনও চলছে। ডসের কাজ শেষ হওয়ার পর Exit টাইপ করার পরিবর্তে আমরা আবার WIN টাইপ করে বসতে পারি। কারণ "Type Exit....." মেসেজটি স্ক্রীন থেকে একবার চলে গেলে সাধারণ ডস প্রম্পট এবং উইন্ডোজের ডস প্রম্পটের মাঝে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না, WIN.COM ফাইলটি উইন্ডোজের ডস প্রম্পট থেকে চালাতে গেলে এরর মেসেজ আসতে পারে অথবা মেশিন হ্যাং হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও আরও কিছু প্রোগ্রাম যেমন Undelete অথবা Disk Optimizer উইন্ডোজের ডস প্রম্পট থেকে চালানো উচিৎ না। এসকল অসুবিধার জন্যে উইন্ডোজের ডস প্রম্পটকে একটু পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। নিচে একটি ব্যাচ প্রোগ্রাম দেওয়া হলো যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে W.BAT এবং যেটা ডসের থেকে চালালে উইন্ডোজ চলতে শুরু করবে কিন্তু তার আগে উইন্ডোজের ডস সেশনের চেহারা কিছুটা বদলে দেবে। পরবর্তীতে উইন্ডোজ থেকে ডস প্রম্পটে আসলে স্ক্রীনের ওপরে একটা রঙিন ব্যানার সব সময়ই দেখা যাবে যেটি Cls কম্যান্ড দিলেও মুছে যাবে না।

```
echo off
prompt=$e[s$e[f$e[0;30;46m$e[K
DOS Session In Windows$e[19CAlt+
Tab to switch; type EXIT to close$_$_$e
[0;40;37; 1m$e[K$e[B$P$G
win
prompt $P$G
```

সেই সঙ্গে SYSTEM.INI ফাইলে [386Enh] সেকশনে নীচের লাইনটি যোগ করে দিতে হবে।

```
[386Enh]
Dosprompt Exit Instruc=False
```

এতে করে ডস সেশনের শুরুতে উইন্ডোজ যে মেসেজগুলো দিতো সেটা আর দেবে না।

যদি ব্যাচ ফাইলটি চালাতে গেলে out of Environment মেসেজ দেয় তবে CONFIG.SYS ফাইলে নীচের লাইনটি যোগ করে দিতে হবে।

```
SHELL=C:\COMMAND.COM/E:512/P
```

২. উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের জন্য আরেকটি যে সমস্যা দেখা দেয় তা হলো ডস প্রম্পট থেকে WIN টাইপ করে এন্টার চাপার পর উইন্ডোজ পুরো চালু হতে লাগা সময় নেয় যা আগে নিতো না। এ সমস্যাটি সাধারণতঃ সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে আমরা প্রোগ্রাম ম্যানেজারের বিভিন্ন গ্রুপে মাঝে মাঝেই নতুন নতুন প্রোগ্রামের আইকন যোগ করি অথবা নতুন প্রোগ্রাম (প্রধানতঃ উইন্ডোজ এপ্লিকেশন) ইনস্টল করলে নতুন প্রোগ্রাম গ্রুপ বা আইকন তৈরী হয়। আইকন তৈরীর সাথে সাথে প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কিত কিছু তথ্য WIN.INI ফাইলে লেখা হয়। পরে কখনও আমরা যদি কোন প্রোগ্রাম ফাইল অথবা সাবডাইরেক্টরী হার্ডডিস্ক থেকে মুছে ফেলি এবং উইন্ডোজ থেকে আইকনটিও মুছে ফেলি তবুও WIN.INI ফাইলে লেখাগুলো থেকেই যায়। স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে এই অপ্রয়োজনীয় লেখাগুলো WIN.INI ফাইলকে বড় করতে থাকে এবং যেহেতু উইন্ডোজ চলতে শুরু করার সময় WIN.INI ফাইলটি প্রসেস করে সুতরাং প্রসেসিং এর সময়ও বাড়তে থাকে। এ জন্য যখন কোন প্রোগ্রাম হার্ডডিস্ক থেকে মুছে ফেলা হয় তখন সেই প্রোগ্রাম আইকন এবং WIN.INI থেকে সেই প্রোগ্রাম সম্পর্কিত লাইন কয়েকটি মুছে দেওয়া উচিৎ। তবে WIN.INI ফাইলটি নিয়ে কোন কাজ করার আগে এর একটি ব্যাকআপ কপি অন্য কোথাও রেখে দেওয়া ভালো।

৩. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফর উইন্ডোজ ভার্সন ২.০তে বড় ফাইল প্রিন্ট করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে পৃষ্ঠা নম্বর প্রিন্ট হয় না অথবা পরের পৃষ্ঠায় চলে যায়। ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে এ সমস্যা বেশী হয়। অনেক সময় এক পৃষ্ঠা প্রিন্ট হবার পর শুধু পৃষ্ঠা নম্বর সম্বলিত একটি সাদা কাগজ বের হয়ে আসে। এ সমস্যাটি হয় কারণ পৃষ্ঠা নম্বরের default position সাধারণতঃ থাকে কাগজের উপরের বা নীচের প্রান্ত থেকে ০.৫ ইঞ্চি দূরে যা অনেক প্রিন্টারের printable area এর বাইরে চলে যায়। এ ক্ষেত্রে view মেনুতে গিয়ে Header/Footer এ ক্লিক করলে একটি Header/Footer ডায়ালগ বক্স আসবে। সেখানে হেডার ও ফুটারের পজিশন ০.৫ ইঞ্চির পরিবর্তে ০.৭৫ বা ০.৮ ইঞ্চিতে সেট করে দিলে এ সমস্যাটি আর থাকবে না।

৪. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফর উইন্ডোজ এর আরেকটি ছোট অসুবিধা হলো টেবল প্রিন্ট করা, Table মেনুতে গিয়ে Gridlines অপশনটি অন করলে স্ক্রীনে টেবল এর সেলগুলো লাইন দিয়ে ভাগ করা অবস্থায় দেখা যায় কিন্তু প্রিন্ট করলে সেল এর বাউন্ডারীগুলো প্রিন্ট হয় না, শুধু সেল এর ভিতরের লেখাগুলো প্রিন্ট হয়। সেল বাউন্ডারীগুলো প্রিন্ট করতে হলে পুরো টেবলটি ব্লক বা সিলেক্ট করে নিতে হবে। এরপর Format মেনুতে গিয়ে Border অপশনে ক্লিক করলে Border Cells নামে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। এই বক্সে Line এর Sample গুলো থেকে যে কোন একটি সিলেক্ট করতে হবে ও নীচের Preset এর Sample গুলো থেকে Grid কে বেছে নিতে হবে। এরপর OK তে ক্লিক করলে Table টির সেলগুলোর চারদিকে লাইন বা বর্ডার চলে আসবে। এরপর প্রিন্ট করলে বর্ডার সহ টেবল প্রিন্ট হবে।

স্ক্যানার প্রযুক্তি

(২৫ পৃষ্ঠার পর)

একটি ৫.২৫" জুক বক্সে ৪৭টি ডিস্ক প্লাটার রাখা যায়, যা ৩,৫০,০০০ A4 সাইজের ডকুমেন্টের সমান। এগুলো অন-লাইন ব্যবস্থাপনায় গ্রহণ করা কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার মাত্র। একটি ১২" জুক বক্সে ১৮০টি অপটিক্যাল ডিস্ক প্লাটার রাখা যায় এবং এগুলোর ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৩৫ লক্ষ A4 সাইজের ডকুমেন্টের সমান। এর মানে জীবন বীমার লক্ষ লক্ষ পলিসি হোল্ডারের তথ্য সংরক্ষণের জন্য ১০০ ঘনফুট জায়গাই যথেষ্ট। প্যানাসনিক, সনি, পাইওনিয়ার, রিকো এবং হিটাচী প্রভৃতি ঝনামধন্য অপটিক্যাল ডিস্ক প্রস্তুতকারক।

প্রদর্শন ও মুদ্রণ ঃ সাধারণতঃ অফিসসমূহ A4 সাইজের কাগজে চিঠি-পত্র লেন-দেন বা ডকুমেন্ট তৈরীর কাজে ব্যবহার করে, যা কমপিউটারের ১৪" ভিজিএ (VGA) মনিটরে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয় না, এ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কমপিউটারে লেন্সস্ক্রিউয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে বর্ধিত আকারে ডকুমেন্টকে মনিটরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু ২০০ ডিপিআই রেজুলেশন সম্পন্ন, ১৯" ইমেজ মনিটরে সম্পূর্ণ ডকুমেন্ট পড়া যায়। এই মনিটরে বিশেষভাবে তৈরীকৃত মনিটর কন্ট্রোলার থাকে যা মনিটরে প্রদর্শনের পূর্বে ইমেজকে পুণঃসঙ্কুচিত করে। ১৯" ডুয়েল (dual) পেজ মনিটর একসংগে দুটি পেজ প্রদর্শন করতে পারে। কমপিউটারে সংরক্ষিত ডকুমেন্টকে প্রিন্টের ন্যায় ইমেজের প্রিন্টিংও সহজ। ইমেজ প্রিন্টদানে সক্ষম যে কোন প্রিন্টারে ইমেজ প্রিন্ট করা যায়, তবে লেজার প্রিন্টারে প্রিন্ট অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কেননা মনিটরে যেভাবে দেখা যায় লেজার প্রিন্টারে তদ্রুপ প্রিন্ট হয়ে থাকে।

আজকাল অনেক জনপ্রিয় ডাটাবেস সফটওয়্যারসমূহ ইমেজিং-এ সক্ষম। জনপ্রিয় 4GLs প্রোগ্রামে যেমন ওরাকল, ইনফরমিক্স, ফক্সপ্রো ইত্যাদিতে অথবা C, C++ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামে ইমেজিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এর ব্যবহার আরও ব্যপকতর করা সম্ভব।

ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে কাগজবিহীন অফিস সম্ভব না-ও হতে পারে। কিন্তু ব্যয় সংকোচন করে বিপুল পরিমাণ কাগজে ডকুমেন্টকে কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র অপটিক্যাল ডিস্কে সংরক্ষণ করে একদিকে যেমন ব্যয় সঙ্কুচিত হচ্ছে অন্যদিকে সময় ও স্থানেরও সংকুলান হচ্ছে। তাই বলা যেতে পারে যে ভবিষ্যৎ অফিস ব্যবস্থাপনায় কাগজের ডকুমেন্টের পরিবর্তে স্ক্যানারই হবে অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

কেননা ইমেজিংয়ের মাধ্যমে ফাইলসমূহের গোপনীয়তা রক্ষাসহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে ফাইল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া দ্রুতগতিতে লক্ষ লক্ষ ফাইল পড়া ও পুনরুদ্ধার করে সময় ও অর্থের সাশ্রয় করা যায়।●

দ্রুত কমপিউটার জগৎ পেতে হলে

পাঠক সেবার জন্য ঢাকার নিম্নলিখিত কয়েকটি জায়গায় **'কমপিউটার জগৎ'** বের হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে পাওয়া যায় ঃ মোস্তফা বুক ষ্টল – কলাবাগান বাস স্ট্যান্ড; আম্মান বুক ষ্টল – সাইন্স ল্যাবরেটরী; অনুপম জ্ঞান ভান্ডার – ঢাকা স্টেডিয়াম (দোতলা), সাগর পাবলিশার্স – নিউ বেইলী রোড, সৃজনী – কমলাপুর রেলষ্টেশন।